Roman Historiography

রোমান ইতিহাস চর্চার বিকাশ :-

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার চরম উৎকর্ষের কালে ইতালিতে রোমান সভ্যতার ধীরে ধীরে জন্ম হচ্ছিল। রোম নগরীকে কেন্দ্র করে প্রথমে রাজতন্ত্র, পরে প্রজাতন্ত্র এবং সবশেষে প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যে রূপান্তর এবং অবক্ষয়,-এই সমস্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন গ্রিক অঞ্চলসমূহ একে একে রোমের অধীনস্থ হয়ে পড়েছিল। শুধু মূল গ্রিক ভূখণ্ডনয়, গ্রিক উপনিবেশ সমূহ ও একসময় রোমান প্রজাতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। তথাপি 'শাস্ত্র ' – বিদ্যায় পারদর্শী রোমানগন শাস্ত্রবিদ্যায় গ্রিকদের তুলনায় সভ্যতার ইতিহাসে উন্নত অবদান রেখে যেতে পারেননি। রোমান স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্রকলা কালোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়। কিন্তু দর্শন ও সাহিত্যে গ্রিক সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার মডেল রূপে রেনেসাঁস জারিত ইউরোপেও অনেক উচ্চ আসনে লাভ করেছিল। দর্শন ও সাহিত্যেরই এক উন্নত আঙ্গিক হিসেবে গ্রিক ইতিহাস চর্চা পরবর্তী রোমান ইতিহাস চর্চার মৌলিক উপাদানসমূহ সরবরাহ করেছিল।

ইতিহাস তত্ত্বের ক্ষেত্রে রোমের মৌলিক অবদান ছিল খুবই সামান্য।সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত রোমান ইতিহাস তত্ত্বে গ্রিক প্রভাব ছিল প্রায় সর্বগ্রাসী। রোমানদের ইতিহাস রচনা শৈলী ও প্রকরণ, পদ্ধতি ও আদর্শ ছিল মূলত গ্রিক। রোমান পর্বে বিশিষ্ট রোমান ঐতিহাসিকদের আবির্ভাব ঘটলেও কেউই হেরোডোটাস ও থুকিডাইডিস এমনকি পলিবায়াসের সমকক্ষ ছিলেন না। রোমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলে যে দুজন স্বীকৃত সেই লিভি ও ট্যাসিটাস কে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ রচনাশৈলী সম্পন্ন গ্রিক ঐতিহাসিকদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

রোমান ইতিহাস রচনায় প্রাথমিক উৎস:-

ঐতিহাসিকদের ব্যবহৃত উৎস ছিল মূলত দুই ধরনের:- দেশীয় উৎস, ও বর্ষপঞ্জি।

দেশীয় উৎস: রোমান ঐতিহাসিক দের দেশীয় উৎসের প্রতি অনুরাগ ছিল প্রবল।'রোমান কৌলিকের প্রতি গভীর ভক্তি' (the an astral cult of Rome) ও অভিজাত গণ কর্তিক 'তথাকথিত মহান কার্যাবলী' কে মহিমান্বিত করার যে প্রথা প্রাচীন রোমে প্রচলিত ছিল সেগুলি কে রোমান ঐতিহাসিকরা প্রাথমিক পর্বে উৎস হিসেবে যাচাই না করেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। অভিজাতদের গৌরব গাঁথা গুলি লেখার জন্য পরবর্তীকালে অভিজাতরা তাদের দাস ও পোষ্যদের ব্যবহার করেন।স্বাভাবিকভাবেই এগুলি অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

বর্ষপঞ্জি (chronological calendar) :-

রোমের প্রধান যাজক গণ(Pontifex Maximus) একটি নিবন্ধ গ্রন্থে(register) প্রতিবছরের ঘটে যাওয়া ঘটনা বলি লিপিবদ্ধ করতেন। প্রত্যেক বছর একেকটি কাঠের ফলক সংগ্রহ করে তাতে রং করার পর এগুলিতে সারাবছরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হতো। বিভিন্ন কনসলে ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা কৃত স্মরণীয় ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হতো। বিভিন্ন কনসাল ও ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্বারা কৃত স্মরণীয় ঘটনাবলী এগুলির উপর কালানুক্রমে লিখে রাখা হতো। এই কাঠের ফলকগুলি সংরক্ষিত থাকতো প্রধান যাজকের কার্যালয়ে। সর্ব শ্রেণীর মানুষ এগুলি পরিদর্শন করতে পারতেন।

'রেজিয়া' তে রক্ষিত 'ফ্যাস্টি বর্ষপঞ্জি'(Fasti Calendars) রা 'ফ্যাস্টি কন্সুলারস্'(Fasti Consulars) উৎস হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এইরূপ বর্ষপঞ্জির (calendar) উদ্ভব ঘটেছিল শুভ দিন (Dies Fasti/lucky days) এবং অশুভ দিন (Dies nefasti/unlucky days) র ধারণা থেকে এইরূপ দিনগুলির তালিকা প্রস্তুতির রীতি দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল এগুলিতে কনসাল দের নাম ও বিজয়ের তালিকা(Fasti Consulars and Fasti Triumphales) পাওয়া যায়। রোমে বারবার আগ্নিকান্ড ঘটলে বহুবার রেজিয়া ধ্বংস হয়ে যায়। এই কারণে রেজিয়াতে সংরক্ষিত অ্যানালস(anuals) ও ম্যাক্সিমি ফ্যাস্টি(maximifasti) র সঠিক ব্যাপ্তি নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। তবে প্রজাতন্ত্রের যুগে রোমে রেজিয়া তে এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব ১২৩ অব্দ পর্যন্ত তা চলতে থাকে।

রোমান ইতিহাস চর্চার দ্বিতীয় পর্বে ব্যক্তি বিকাশের দারা (Private Individuals) ইতিহাস রচনায় প্রচলন হয়।' ম্যাক্সিমি' ও 'ফ্যাস্টি' র গুরুত্ব এই পর্বে হ্রাস পায়। ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা রচিত ইতিহাস ছিল মূলত দুই ধরনের- 'অ্যানালস্', 'হিস্টোরিইয়া।

সাধারণভাবে এই দুটি অর্থ একার্থ বোধক এবং এটি ইতিবৃত্ত কে বোঝায়। কিন্তু ব্যাকরণগত ভাবে 'অ্যানালস্ দ্বারা অতীত ঘটনাবলী ও হিস্টোরিয়া দ্বারা সমসাময়িক বিবরণ কে বোঝানো হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ট্যাসিটাস তার সমকালীন ইতিহাস বর্ণনার জন্য হিস্টোরিয়া এবং পূর্বেকার ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে 'অ্যানালস্' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

গ্রিক ও রোমান ইতিহাস চর্চার পার্থক্য:-

গ্রিক ও রোমান ইতিহাস চর্চা প্রণালীর মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। গ্রীকরা ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যেরূপ উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন,রোমান ঐতিহাসিকরা সে ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে থাকেন। রোমানরা মূলত ছিলেন অনুকরণপ্রিয় এবং প্রয়োগবাদী (Pragmatic)। গ্রিকরা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গভীর মননশীলতা, সমালোচনা মূলক দৃষ্টিভঙ্গি (critical approach) এবং বিশ্লেষণী প্রতিভার(analytical excellence) পরিচয় দিতে সক্ষম হন। অন্যদিকে রোমানদের রচনা ছিল মূলত বর্ণনামূলক(narrative) এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিয়ত উপযোগবাদী (utilitarian)।

গ্রিকদের মধ্যে ইতিহাস রচনায় প্রতিভা ছিল। তারা ইতিহাসকে দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তুতে উন্নীত করতে আগ্রহী ছিলেন। রোমানদের মধ্যে তীক্ষ্ণতা, উপলব্ধি ও সংবেদনশীলতার(sharp preception and sensitivity) অভাব তাদের রচনা কে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদবাচ্য করে তুলেছিল।

রোমান ইতিহাস চর্চায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব:-

রোমান ইতিহাস চর্চার প্রথম পর্ব বা প্রাথমিক পর্বে তাদের রচনার ভাষা ছিল গ্রীক, ল্যাটিন নয়। রোমানরা তথ্য সংরক্ষণের রীতিতে পদ্য নয় গদ্যের পথ অনুসরণ করেছিল। রোমান ইতিহাস চর্চার এই প্রাথমিক দুই বৈশিষ্ট্যের পিছনে অবশ্যই একটি সাধারণ পটভূমি ছিল। ইতিহাসের জন্ম হয়েছিল গ্রিসে রোমে নয়। গ্রীকরা ও প্রাক হেরোডোটাস পর্বেই গদ্যে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়। প্রসঙ্গত রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রীস

রোমের অধীনস্থ হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে রোমই বরং গ্রিসের পদানত হয়ে গিয়েছিল। গ্রিক পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন রোমের উপর আধিপত্য বজায় রেখেছিল। পরে রোমানরা নিজে পরিচয় ও স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এইরূপ চিন্তা থেকে গ্রিক ভাষার পরিবর্তে ল্যাটিন ভাষার ব্যবহার তারা শুরু করেন এবং তাকে উচ্চতর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গত রোমান সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে ল্যাটিন দীর্ঘকাল ইউরোপীয় চিন্তা জগত ও ভাষা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে এরপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইংল্যান্ডের দীর্ঘদিন সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ল্যাটিন ব্যবহৃত হয়েছিল। গ্রিক ইতিহাস রচনা প্রণালী রোমানদের ইতিহাস রচনার প্রতি আকৃষ্ট করে।

প্রথম যুগের রোমান ঐতিহাসিকগণ:-

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের (second Punic war) বা কার্থেজ যুদ্ধের শেষ অবধি রোমানরা ইতিহাস রচনায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। বলা যায় রোম নিজেই ইতিহাস সৃষ্টিতে এত ব্যস্ত ছিল যে, রোমানরা ইতিহাস রচনার অবকাশ পাননি রোম এবং রোমানরা এই সময় নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিল যুদ্ধাভিযান পরিচালনায় নিত্যনতুন ভূখন্ড সংযোজনে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠনে। যদিও এগুলি পরবর্তীকালে রোমান ইতিহাসের মুখ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। রোমান সভ্যতার গোড়া থেকে (৭৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পরবর্তী ৫০০বছর যাবৎ রোমে কোন ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ মেলে না। এই কালপর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়া চিন্তা ও সংস্কৃতি জগতে রোমানদের বিচরণ ও অবদান ছিল সামান্যই।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে রোমে প্রায় আকস্মিকভাবে ঐতিহাসিক চেতনার উদ্ভব ঘটে। গ্রিকদের প্রভাবের ফলেই রোমানদের মধ্যে ইতিহাসের প্রতি এই আগ্রহের জন্ম হয়।এর পিছনে দেশ প্রেম বা বুদ্ধিদীপ্ত ক্রিয়া-কলাপ এর তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। গ্রিক নির্ভরশীলতার কারণেই খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত প্রায় সব রোমান ইতিহাস গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় রচিত হয়। রোমান ইতিহাসের স্থপতিরা গ্রীক ভাষায় তাদের ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করেন।

রোমানরা হেরোডোটাস, থুকিডাইডিস ও পলিবায়াসের গ্রন্থ পাঠের পর নিজেদের কীর্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শুধু গ্রিক ভাষা নয় গ্রিকদের ইতিহাস রচনা প্রণালী তারা অবাধে অনুকরণ করেন এবং রোমের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী গ্রিক কাঠামোতে লিপিবদ্ধ হয়। প্রসঙ্গত প্রথম রোমান ঐতিহাসিক রূপে স্বীকৃত ফ্যাবিয়াস পিকটর (আনুমানিক ২৫৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) গ্রিক ভাষাকে তার রচনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।

Question:
Briefly discus the sourcees of Roman Historiography.
Discus about the early Roman Historians.